জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	i - ii
২.	জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি	১ - ৩
৪.	জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি প্রণয়ন কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহ	৪ - ৬

মুখবন্ধ

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতা রক্ষার মূল হাতিয়ার। অতীতের প্রজ্ঞাকে সমকালীন সমাজের কাছে উপস্থাপন, সমকালীন জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনাকে সমাজে সঞ্চারণ এবং সমকালীন জ্ঞান ও তথ্য সমষ্টিকে উত্তরকালের জন্য সংরক্ষণ করার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ঐতিহ্যগতভাবে এ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লব প্রসূত পারিপার্শ্বিকতায় কেবল গ্রন্থই গ্রন্থাগার সামগ্রীর তালিকায় সীমাবদ্ধ নয়, তথ্য প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় সৃষ্ট সমুদয় তথ্য উপাদানই আজ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণে উন্নত দেশসমূহে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করে তার মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ১৯৪৯ সালেই সদস্য দেশসমূহকে গ্রন্থাগার আইন চালু করার আহ্বান জানায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য কোন আইন প্রবর্তিত হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ধরণের মৌলিক বিষয়গুলি সরকারের বিবেচনায় গুরুত্ব পায়। এ বিবেচনাতেই অনুভূত হয় যে দেশের সব ধরণের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। তারই ফলশ্রুতিতে গত ২৮-০৭-৯৭ তারিখে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে আয়োজিত একটি বই পড়া প্রতিযোগিতা ও বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের দেশের জন্য একটি উপযুক্ত গ্রন্থাগার নীতি প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুন এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৯-৯৭ তারিখের শাঃ৪/গগ্র-১৫৪/৯৭/২৯৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ (এগার) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় (পরিশিষ্ট-১)। কমিটি তাদের কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেশাজীবী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে চারটি উপ-কমিটি গঠন করে (পরিশিষ্ট-২)। মূল কমিটি আটটি সভায় মিলিত হয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সার্বিক অবস্থা ও প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা ও উপ-কমিটিসমূহের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতঃ ১৮-০২-৯৮ তারিখে তাদের প্রতিবেদন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেশ করে।

প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতির একটি খসড়া, জাতীয় গ্রন্থনীতির বাস্তবায়ন পর্যায় সম্পর্কে পর্যালোচনা ও সুপারিশ এবং প্রস্তাবিত গণগ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তিনটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বারটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর কাছ থেকে লিখিত মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামতগুলো মন্ত্রণালয় থেকে কমিটির কাছে পাঠিয়ে উক্ত মতামতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে খসড়া জাতীয় গ্রন্থাগার নীতিমালা সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

কমিটি ২৭-০৪-২০০০ তারিখে একটি সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নীতি-১, নীতি-৩, নীতি-৪, নীতি-৫, নীতি-৬, নীতি-৭ এবং নীতি-১০ কিঞ্চিত সংশোধন করে। অন্যান্য নীতিগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের